দৈনিক

তারিখ ... 6 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

ঢাবিতে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রয়োজন

প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ গোটা জাতির জন্যই উদ্বেগের বিষয়। দলীয় রাজনীতির কারণে এবং উপাচার্যের পছন্দের ব্যক্তিকে শিক্ষক নিয়োগ দিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করার পাশাপাশি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে । এমনকি বিজ্ঞপ্তি ছাড়া এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি না থাকা প্রার্থীরাও নিয়োগ পেয়েছেন। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের ঘটনা আদালতেও প্রমাণিত হয়েছে। সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে নিয়মবহির্ভূতভাবে অযোগ্যদের নিয়োগ দেওয়া হলে শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে এটাই স্বাভাবিক। প্রশ্ন হলো দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে যদি এমন অনিয়ম ঘটে তা হলে সারা দেশে শিক্ষার মানের কী অবস্থা হবে? অযোগ্য ব্যক্তির শিক্ষক হওয়ার অর্থ হলো শিক্ষার মানের অবধারিত অবনতি। কারণ অযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে মানসম্পন্ন শিক্ষাদান আশা করা যায় না। জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে এমন হঠকারিতা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম এককালে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছিল। এখন এখানে পড়ালেখার-মান এতটাই নিম্নগামী যে বিশ্বের পাঁচশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায়ও ঠাঁই পায়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় । এ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষার বিষয়টি নিম্নগামী এবং তা প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যেভাবে নিম্নদিকে ধাবিত, তাতে শুধু সার্টিফিকেটধারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । প্রকৃত জ্ঞানের চর্চা থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে এ বিশ্ববিদ্যালয় ও তার শিক্ষার্থীরা। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেকারত্বের সংখ্যা দীর্ঘতর হচ্ছে। আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ থেকে শুরু করে প্রতিটি কাজে স্বচ্ছতা থাকুক এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা হোক। জাতির স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর